بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

খিলাফতের আশিস ও কল্যাণরাজি এবং কতিপয় ঈমান-বর্ধক ঘটনার বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ মে, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা হলো, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.) কৃত ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন আর তাঁর জামা'তেই ঐশী খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার দিন অর্থাৎ প্রতি বছর ২৭শে মে আমরা সকল জামা'তে খিলাফত দিবস পালন করে থাকি।

২৬ মে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইন্তেকালের পর ২৭ মে জামা'ত ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে হেকিম মওলানা নূরউদ্দীন (রা.) কে প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাজকে অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র হাতে জামা'ত ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রায় বাহান্ন বছর তিনি এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অতঃপর খিলাফতে সালেসা এবং খিলাফতে রাবেয়ার সূচনা হয়। এ সময় শত্রুরা জামা'তকে ধ্বংস করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অঙ্গীকারের পূর্ণতা দেখান এবং খিলাফতে খামেসার নির্বাচন হয়। আমার অসংখ্য দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা অকল্পনীয়ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং জামা'তের উন্নতির এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। অনেক

দেশে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং খিলাফতকে সাহায্য করার দৃশ্য প্রদর্শন করে পুণ্যবান লোকদেরকে খিলাফতের প্রতি আকৃষ্ট করছেন। খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে নিষ্ঠাবানদের জামা'ত প্রতিষ্ঠার উপরকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও করছেন।

সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লা কখনোই স্বীয় প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করবেন না আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও বৃথা যাবে না। আমরা সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মহানবী (সা.)-এর **'খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত'** তথা "নবুয়্যতের পদ্ধতিতে প্রবর্তিত খিলাফত" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখছি। অতএব, যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন আমার পরেও জামা'তে আমার খিলাফতের ধারাবাহিকতা মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অব্যাহত থাকবে। তিনি (সা.) বলেছেন, **'আমি খাতামুল খুলাফা। এখন যে-ই আসবে, তাঁকে আমার অনুসরণেই আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন।'** সুতরাং, এখন জাগতিকভাবে যে যত চেষ্টাই করুক না কেন খিলাফত ব্যবস্থাপনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

তিনি (আ.) নিজের মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সুসংবাদ দিয়ে বলেন, **"মোটকথা তিনি (আল্লাহ্) দু'ধরনের 'কুদরত' (বা ক্ষমতার) স্বরূপ প্রকাশ করে থাকেন। প্রথমত, স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে তিনি নিজের ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, এমন এক সময়ে, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী দেখা দেয় আর শত্রুপক্ষ মাথাচাড়া দেয় আর মনে করে এবার (নবীর) সকল কর্মকাণ্ড ভেস্তে যাবে আর এ জামা'ত এখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে তারা নিশ্চিত হয়ে যায়। জামা'তের সদস্যরাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে আর কিছু সংখ্যক হতভাগা মুরতাদ হবার পথ বেছে নেয়। খোদা তা'লা তখন দ্বিতীয়বার নিজের মহা কুদরত বা ক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন।**

তিনি (আ.) আরও বলেন, সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমার চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'কে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেভাবে **'বারাহীনে আহমদীয়ায়'** খোদার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত, আমার নিজের সম্বন্ধে নয়। খোদা তা'লা বলেছেন, **'ম্যায় ইস জামা'তকো জো তেরে প্যেয়রো হ্যাঁয় কিয়ামত তাক দুসরোঁ পার গালাবা দুঁঙ্গা'** অর্থাৎ 'তোমার অনুসারী এ জামা'তকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেব'। অতএব, তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের খোদা অঙ্গীকার পূর্ণকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এর সবই তিনি তোমাদের পূর্ণ করে দেখাবেন।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক খিলাফতের যুগে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জামা'তকে ক্রমশ উন্নতি দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত দেশের লোকদের হৃদয়ে, যারা কখনোই খলীফাকে স্বশরীরে দেখেননি তাদেরকে স্বয়ং পথনির্দেশনা প্রদান করতঃ খিলাফতের ছায়াতলে নিয়ে আসছেন। 'আজ আমি এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করব যার মাধ্যমে খিলাফতের সাথে খোদা তা'লার সমর্থনের বিষয়টি এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের দৃশ্য সুস্পষ্ট হয়।'

বুরকিনা ফাসোর একটি জামা'তে প্রথম এমটিএ লাগানো হলে লোকেরা এর মাধ্যমে প্রথম যখন যুগ খলীফাকে দেখেন তখন তাদের চোখ ছিল অশ্রুসজল এবং তাদের চেহারা থেকে আনন্দ উপচে পড়ছিল। কিছুদিন পর সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল আসে এবং এমটিএ'র জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলে যে, এমনিতে তো আমরা যুগ খলীফার সাথে স্বাক্ষাতের জন্য যেতে পারি না, কিন্তু এমটিএ'র পর্দায় যুগ খলীফাকে দেখে আমাদের চোখ স্নিগ্ধ হয় এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। এখন এটি আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, এমটিএ'র মাধ্যমে আমরা যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করি।' এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে আমার জন্য গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করছেন, যারা কখনও আমার সাথে সাক্ষাৎও করেনি।

গাম্বিয়া থেকে আমীর সাহেব লিখেছেন, একজন মোটর মেকানিক সাম্বা সাহেব কাকতালীয়ভাবে এমটিএ'তে আমার খুতবা বা কোনো বক্তৃতা শুনে বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁর সাথে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে। এরপর তিনি তার পরিবারের ১৪জন সদস্যকে নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার ব্যবসায় লোকসান হচ্ছিল, এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করেন। তিনি বলেন, এ সবকিছু হয়েছে আহমদীয়াতের কল্যাণে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়াত অন্ধকারের জন্য এক প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়।

জার্মানির সেক্রেটারী তবলীগ লিখেছেন, জার্মানিতে বসবাসকারী এক আরব বন্ধু তার তবলিগী স্টলে আসেন জার্মান ভাষায় অনূদিত কুরআন নেয়ার জন্য। সে সময় তিনি তার ফোন নাম্বার দিয়ে যান। জার্মান জলসায় তাকে নিমন্ত্রণ করা হলে তিনি জলসায় যোগদান করতে অপারগতা জানিয়ে তার ভাই এবং আরেকজন আত্মীয়কে পাঠিয়ে দেন। তার ভাই আমার বক্তৃতা শুনে বলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে খোদা তা'লার সমর্থনপুষ্ট অর্থাৎ খোদা তা'লা তার হৃদয়ে খিলাফতের সত্যতা প্রোথিত করে দেন। অতঃপর তিনি সে রাতেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অন্য আরেক আত্মীয় যিনি এসেছিলেন তিনি সেদিন বয়আত করেননি, বরং জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। আমার সাথে যেদিন আরবদের স্বাক্ষাৎ ছিল সেখানে তার মনে কাফির সম্পর্কিত যে প্রশ্ন ছিল তা আরেকজন আরব বন্ধু করে ফেলেন। তখন আমি এর বিস্তারিত উত্তর প্রদান করি। এই উত্তর শুনে তিনি প্রশান্তি লাভ করেন এবং পরদিন তিনি বয়আতের অনুষ্ঠানের পূর্বেই বয়আত ফরম পূরণ করে জামা'তভুক্ত হন।

ক্যামেরুনের একটি পরিবারের ৮জন সদস্য এমটিএ দেখে বয়আত করেন। তাদের বক্তব্য হলো, এমটিএ আমাদের সন্তানদের জীবন-ধারা পাল্টে দিয়েছে আর ধর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মাঝে এক যুবক আব্দুর রহমান যিনি ও-লেভেল করছেন। তিনি আমার খুতবা গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনেন। তিনি প্রত্যেক জুমুআ'র দিন স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে খুতবা শোনেন। তিনি বলেন, আমি স্কুল ছাড়তে পারি কিন্তু খুতবা ছাড়তে পারব না। এই হলো তার ঈমান। তিনি বলেন, খুতবা শোনার ফলে আমার ঈমান ও জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। পূর্বে যত মন্দ কাজ করতাম এখন তা সবই পরিত্যাগ করেছি। এভাবেই তারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করছে।

কিরগিজস্তানের সুলতান সাহেব বলেন, আমার পুত্র এবং স্ত্রী পূর্বেই বয়আত করেছিল, কিন্তু আমি বয়আত করিনি। এরপর ২০১৭ সাল থেকে আমরা ১২ কি. মি. দূরে জামাতের মিশন হাউসে জুমুআর নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেতাম। সে সময়টাতে গাড়িতে আমরা হুযূরের খুতবার রেকর্ডিং শুনতাম। এর ফলে আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়। অতঃপর ২০২২ সালে পবিত্র রমযান মাসের শেষে ঈদের দিন আমি বয়আত করি।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত এ ধরনের আরও বেশ কিছুঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনার পর হুযূর

(আই.) বলেন, 'যেসব ঘটনা আমি বর্ণনা করেছি এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ, ঐশী সাহায্য প্রকাশিত হবে- তা পূর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের হৃদয় উন্মোচন করছেন। অ-আহ্মদীদের হৃদয়ে আহমদীয়া খিলাফতের সুপ্রভাব পড়ছে। পুণ্যস্বভাব বিশিষ্ট লোকেরা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। আহ্মদীয়া খিলাফতের বিগত ১১৮ বছরের ইতিহাসের প্রতিটি দিন একথার সাক্ষী বহন করছে যে, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে আহ্মদীয়াকে সাহায্য করছেন আর জামা'ত প্রতিনিয়ত উন্নতি করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও তাঁর কৃপায় আমার দায়িত্ব উত্তমরূপে পালনের তৌফিক দিন এবং প্রত্যেক আহ্মদীকে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে এই ঐশী খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিন। আর তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দিন এবং খিলাফতে আহ্মদীয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হোক এবং জগদ্বাসী সর্বত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা উড্ডয়নের দৃশ্য অবলোকন করুক।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) কানাডা প্রবাসী চৌধুরী মুহাম্মদ ইদ্রিস নসরুল্লাহ্ খান সাহেবের এবং পাকিস্তানের করাচী নিবাসী মুকাররম ক্বমর ইদ্রিস সাহেবের স্মৃতিচারণ করে তাঁদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

24 May 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in